VOL-1, Issue 2
For circulation to Subscribers only
Price : Rs. 2

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

প্রথম বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা | জুলাই ২০১১ | আষাঢ় - শ্রাবণ ১৪১৮

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন ঃ — ১
ডাঃ অরুণকুমার মিত্র
Nibedon at the Maghotsav at Khar Brahmo Samaj : — ২
Sri Arobindo Sinha Roy
বাংলার নারী জাগরণে ব্রাহ্ম সমাজের দান ঃ — ২
শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত
স্মরণিকা — ৩
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ — ৩
বিশেষ অনুষ্ঠান — ৪
২০১১ আগষ্ট মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী — ৪
শোক সংবাদ — ৪
নূতন সভ্য সভ্যা — ৫
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান — ৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার — ৬
Notice — ৬

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033) 6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

"প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।।"

হে অদৃশ্য, নিরাবয়ব, অনির্ব্বচনীয় নিরাধার পরমব্রহ্ম, তোমার পাদপ্রান্তে স্থিতি করিলে আমরা উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি পাই এবং ভয় ও লোভ হইতে উত্তরণ লাভ করিতে পারি। তুমিই আমাদের জীবনের পরমগতি, তুমিই পরম সম্পদ, পরমলোক ও পরম আনন্দ। তুমি আমাদের দুঃখ সুখের কর্ত্তা ও পরমাশ্রয়। মনকে সংযত করিয়া প্রশান্ত চিত্তে তোমাকে ডাকিলে তুমি সর্বদা সাড়া দাও। তোমার মঙ্গল ভাবের অন্তর্ভূক্ত স্নেহ, করুণা, প্রীতি এই জগতের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারার সকল কোণে বহমান। তুমি আমাদের মানসিক বৃত্তির মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, স্নেহ, প্রেম দান করিয়া এই মানব জীবনকে ধন্য করিয়াছ।

আমাদের জীবনের সমগ্র ঘটনার কর্ত্তা তুমি। তোমাকে উপলব্ধি করিয়া আমরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করি এবং মোহ হইতে মুক্তি লাভের পথ- নির্দেশ লাভ করি। এই পৃথিবীতে আমরা একেলা আসিয়াছি, একাই অনন্ত লোকে যাত্রা করিয়া বিলীন হইব। পথ মধ্যে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আত্মীয় স্বজন ভাই বন্ধুদের সহিত পরিচয় ও ভালবাসা এবং সখ্যতার সৃষ্টি হয়। তাহাদের দুঃখ সুখে নিজেরও দুঃখ সুখ হয়। এই প্রাণের বন্ধন তোমারই সৃষ্টির কারণ। আসলে আমরা সকলেই এক মহাচৈতন্যের অনুকণা। তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমাদের আশ্রয়। তোমাকে ডাকিলে, বিপদে আমরা সৎবুদ্ধি ও উপযুক্ত শক্তি লাভ করি। তুমি ভব ভয় ভঞ্জন ও করুণাময়। "আমার বল তুমি, বুদ্ধি তুমি, ওহে তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী তুমি হৃদয়স্বামী"। ওঁ ব্রহ্ম নামের মাঝে অরূপ রূপের স্বরূপ দেখিতে পাই, তখন সব ভয় ভাবনা দূর হইয়া যায়। ব্রহ্ম কৃপায় অবশ হৃদয় সবল হয়, সকল দুঃখ কষ্টের সমাধান সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া

যায়। হে চিরনির্ভর, চিরমঙ্গল দেবতা তুমি আমাকে ছাড়িয়োনা। তোমার করুণা যেন আমার মস্তকে বর্ষিত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্, সত্যমেব জয়তে

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।।

— ডাঃ অরুণকুমার মিত্র

'Nibedan' offered by Acharya Arobinda Sinha Roy at the Maghotsav Upasana at Khar Brahmo Samaj, Mumbai, on January 30, 2011

(Cont. from last issue)

Just two days ago, my wife and I were watching the film "Gandhi" on TV. We have seen it earlier so many times. Yet the beautiful exposition of some of the most compelling scenes in India's struggle for freedom keeps us riveted every time we see the movie. When I urge us well-to-do people to have the courage to stand up against corruption and evil, one particular scene I would like to recount for you'll in that film... There were these 'British Raj' policemen facing a crowd of Satyagrahis. As the confrontation developed, you could see the Satyagrahis' wives and women folk busily and matter-of-factly preparing bandages and medication. Each line of 'satyagrahis' then walked silently, non-violently up to the British police... who hit them violently on the head and face with their *"dandas"*.... and the men fell, writhing in blood. on the road side. The women rushed forward to drag them away and care for them. And then the next line of 'satyagrahis' marched forward....to face the same fate. It went on and on. All you hear in the sound-track is the shuffling foot steps of the silent 'satyagrahis'.... the crunch of the *"dandas"* breaking their heads.....and the sound of their bodies falling to earth. The scene has a hypnotic intensity.

What courage infused these men to deliberately put their life at risk, without a thought of retaliation? It could only be moral courage... something that they drew from an inner force deep within themselves. The world watched with shock and disbelief. This was the culmination of years of Indian bloodshed :- hundreds murdered at Jalianwalabagh; thousands, known and unknown, who had died in jails, in bunkers, in the Andamans and elsewhere for our freedom. But this picture of righteous courage by simple people protesting against the mighty British, horrified the global conscience. American correspondents splashed the story over the world press. The furor reached global proportions and the Viceroy for the first time called Mr. Gandhi to announce that Britain had decided to grant India its independence.

Today we don't have to oust a foreign power. We only need to oust corruption, hypocrisy and *goonda-raj* from our midst. To dethrone pretenders and criminals masquerading as national leaders... about 3,000 so-called politicians robbing and squandering the hard-earned money of of 1.2 billion Indians. it's an easier task surely! But saying this is easy. To be able to get God's support to give us the strength and resolve to, first of all, be good citizens.... good human beings ourselves .... is the first task.

In order to inspire our neighbours and colleagues without zeal for what is right and honest, we must become 'role models'. We must first make ourselves a worthy vessel to receive God's love and grace in our lives. We must first do our part to ensure in every possible manner - with all the strength of character we can muster - that we have been alert, we have been ever-vigilant to keep our minds and hearts pure and sacred... to conduct our daily lives without blemish & sin. We must always keep in mind that we cannot seek to achieve a nearness.... a closeness... to our **'Param Pita Parameshwar'** with impure bodies and minds --for **He is purity personified ... He is most sacred amongst the sacred - He is 'Satyam, Shivam Sundaram'.**

Let us being with cleaning up our habits and beliefs. I honestly do not mean to offend anybody. These are only my personal observations that I am voicing. I feel it my duty, with all humility, if I am to fulfill my mission as an 'Upasak' in the service of our samaj. (to be contd.)

— Sri Arobindo Sinha Roy

বাংলার নারী জাগরণে ব্রাহ্মসমাজের দান

মানব কল্যাণ যজ্ঞের ঋত্বিক রাজর্ষির কোমল প্রাণ নারীজাতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাঁর তিব্বত ভ্রমণ কালে মহিলাদের সাহায্যেই তাঁর জীবন রক্ষা পায়— নারী চরিত্রের এই দৃঢ় এবং দুঃসাহসিক দিক তাঁকে মুগ্ধ করে এবং নারী জাতির দুঃখ দুর্দশা বিমোচনে তিনি বদ্ধপরিকর হন। তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন নারীজাতি মায়ের রূপ — যে মা তাঁর সন্তানকে বড় করেন, যিনি সংসারের ধারক, যাঁর বুদ্ধিমত্তাতে এক একটি সংসার পরিচালিত হয়— তাঁর শিক্ষা প্রাপ্তি অত্যন্ত আবশ্যক। না হলে তিনি সন্তানকে কিভাবে শিক্ষিত করবেন। সন্তান দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, তাকে আদর্শবান করতে হলে জননীকে শিক্ষিত হতেই হবে। সেজন্য শিশুকাল থেকে তার বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। পুরুষরা মনে করতো নারী তাদের অপেক্ষা বুদ্ধিতে খাটো - রামমোহন বলেন নারীর বুদ্ধির পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছে? বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিলে যদি সে তা গ্রহণ করতে না পারে তবেই তাকে অল্পবুদ্ধি বলা সম্ভব। লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজপত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাদের বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছিল তাঁরা সর্বশাস্ত্রপরায়ণারূপে বিখ্যাত।

রামমোহনের আগেও অবশ্য খৃষ্টান মিশনারীরা এদেশে স্ত্রীশিক্ষার চেষ্টা চালিয়েছিল। শুধু যে রামমোহন তা নয় এদেশে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ সবাই অনুভব করেছিলেন সমাজের উন্নতি করতে হলে স্ত্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন - কেননা নারীরাই প্রকৃত homemaker ও ভবিষ্যৎ নাগরিকের জন্মদাতৃ, কাজেই সুষ্ঠু সমাজ সুস্থ পরিবার এবং শক্তিমান দেশ গঠনের জন্য নারীকে শিক্ষিত করতেই হবে। মিশনারীদের এই আন্দোলনে রাজা রাধাকান্ত দেব, হেয়ার স্কুলের পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার পোষকতা করেন, হেয়ার সাহেবের চেষ্টায় School Society র school এ মেয়েরা পড়তে পারতো - প্রথম প্রথম ইচ্ছা থাকলেও সমাজে একঘরে হবার ভয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো বেশীর ভাগেরই দ্বিধা থাকতো। ইংল্যাণ্ডে British and Foreign School Society র উদ্যোগে মিস্ কুক এদেশে আসেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য। ১৮২৪ খৃঃ তাঁর প্রযত্নে ২৪টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সব স্কুলে সে সময় সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারীরাই পড়তে আসতো। মধ্যবিত্ত ভদ্রবালিকাদের জন্য বেসরকারী ভারতীয় পরিচালিত স্কুল স্থাপিত হয় বারাসতে ১৮৪৭ খৃঃ-এ, Bombay তেও ১৮৪৯খৃঃ-এ বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে পরবর্তী যুগে মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য এক জোয়ার আসে। রাজা রামমোহন হিন্দু বিধবাদের স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার স্থাপন, পণপ্রথা রোধ, বহু বিবাহ প্রথা নিরোধ এবং সর্বোপরি সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন — শাস্ত্রের কথা দিয়ে সকলকে বুঝিয়েছেন, — তিনি যে শুধু জ্বলন্ত চিতা থেকে বিধবাদের উদ্ধার করেছেন তা নয়, তাদের আর্থিক সংগতির ব্যবস্থাও পরিকল্পনা করেছিলেন। বিধবা বিবাহ সমর্থনে আত্মীয় সভাতে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ এ ব্যাপারে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। রামমোহনের তিরোধানের পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বিধবা বিবাহের পোষকতা করে শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে একটি অত্যন্ত উদার ব্যবস্থাপত্র রচনা করেন।

রামমোহনের ফেলে যাওয়া কাজ সে সময় তখনকার সমাজ সংস্কারকরা তাঁদের হাতে তুলে নেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভা গঠিত হয়। রামগোপাল, তারাচাঁদ, প্যারীচাঁদ, কিশোরী চাঁদ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি সে সভার সদস্য ছিলেন এবং স্বয়ং মহর্ষি ছিলেন সভাপতি। এই সভার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগরও এই সভায় যুক্ত হন। যাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত ছিল বিধবা বিবাহ প্রচলন। এই মর্মে আইন পাশ হবার ৫ মাসের মধ্যেই ১৮৫৬ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের প্রিয় পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বাল বিধবা কালীমতীকে আইন সম্মতভাবে বিবাহ করেন। পরে ১৮৭০ খৃঃ ১১ই আগষ্ট বিদ্যাসাগর তাঁর পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে একটি বিধবার বিয়ে দেন। বিটন বা বেথুনসাহেব যখন স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, বিদ্যাসাগর তাঁর সহায় হন। বন্ধু মদন মোহন তর্কালঙ্কার তাঁর কন্যাকে এই স্কুলের

প্রথম ছাত্রীরূপে ভর্তি করেন। সমাজের নামী দামী ব্যক্তিরাও তাঁদের কন্যাদের এখানে পাঠান — তাঁদের মধ্যে হরদেব চট্টোপাধ্যায় ও মহর্ষির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। ১৮৫৭ ও ১৮৫৯ খৃঃ বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বাংলার গ্রামঞ্চলে হুগলী, বর্ধমান মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলাতে প্রায় ৫০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে বাংলার বাইরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও Bombay তেও স্ত্রী শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন যখন মহর্ষির সঙ্গে যুক্ত হন তখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সাথে সাথে মানবের সর্বাঙ্গীন মুক্তির আদর্শ নগরে নগরে এমন ভাবে প্রচার করেন যে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে মানুষ মেতে ওঠে এবং নারী কল্যাণ ও প্রগতির কাজেও ছড়িয়ে পড়ে।

মাদ্রাজ প্রদেশে যে আন্দোলনের তরঙ্গ ওঠে তার ফলে ১৮৭১ খৃঃ কাশী বিশ্বনাথ মুদেলিয়ার "ব্রহ্ম নাটক নামক" এক নাটক রচনা করে বিধনা বিবাহ ও নারীজাতীর শিক্ষার সমর্থন করেন ও ব্রাহ্ম দীপিকা নামক এক পত্রিকা বার করে আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে তোলেন। (ক্রমশঃ)

— শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

১লা জুলাই (১৮৮২ ও ১৯৬২) — ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ১২৯ তম জন্মদিবস ও ৪৯ তম তিরোধান দিবস।

২রা জুলাই (১৮৯৩) — প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ১১৮ তম জন্মদিবস।

৪ঠা জুলাই (১৯০২) — স্বামী বিবেকানন্দের ১০৯ তম তিরোধান দিবস।

২৬শে জুলাই (১৮৬৫) — কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের ১১৬ তম জন্মদিবস।

২৯শে জুলাই (১৮৯১) — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১২০ তম তিরোধান দিবস।

—ঃ ২০১১ জুলাই মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৩রা জুলাই, ২০১১ — আচার্য - শ্রীঅর্ঘ্য ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা সঙ্গীত - শ্রীমতী উদিতা রায়

রবিবার ১৭ই জুলাই, ২০১১ — আচার্য - শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা সঙ্গীত - শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা।

রবিবার ২৪শে জুলাই, ২০১১ — আচার্য - শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা স্মরণ - কান্তকবি রজনীকান্ত সেন
সঙ্গীত - শ্রীকৌশিক দে

রবিবার ৩১শে জুলাই, ২০১১ — আচার্য - ডঃ দেবাশিষ সেন
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা সঙ্গীত - শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ—

রবিবার ১০ই জুলাই, ২০১১	—	প্রার্থনা	-	শ্রীমতী সুনন্দা দাস
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জী, শ্রীমতী অনুরাধা বসু ও শ্রী সুমন মজুমদার
		আলাপচারিতায়	-	ডাঃ বিনায়ক সেন

—ঃ ২০১১ আগষ্ট মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ৭ই আগষ্ট, ২০১১	—	আচার্য	-	ডঃ শুচিতা দেব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	-	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২২শে শ্রাবণ উপলক্ষে)
		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী
রবিবার ১৪ই আগষ্ট, ২০১১	—	আচার্য	-	শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	ব্রাহ্মযুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

—ঃ শোক সংবাদ ঃ—

বিগত ৪ঠা মে ২০১১ বুধবার, প্রয়াত অতুল প্রসাদ সিন্‌হা ও প্রয়াতা আইরিন লীলা সিন্‌হার পুত্র **শ্রীসঞ্জিত সিন্‌হা** ৬১ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৩১শে মে ২০১১ মঙ্গলবার ফরিদপুর নিবাসী প্রয়াত জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি ও প্রয়াতা সুমনা দেবীর কন্যা এবং প্রয়াত অমৃতলাল মজুমদারের পত্নী ও শ্রীরজত মজুমদারের মাতা **শ্রীমতী মঞ্জুষা মজুমদার** ৮০ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৪ঠা জুন ২০১১ শনিবার, প্রয়াত অনিলকুমার ঘোষ ও প্রয়াতা কমলা ঘোষের কন্যা, প্রয়াত প্রাক্তন ভাইস এয়ার মার্শাল অজয়চন্দ্র লালের পত্নী এবং শ্রীমতী রীতা দত্ত ও শ্রীমতী দীপা মুখার্জীর মাতা **শ্রীমতী বাণী লাল** ৭৬ বছর বয়সে দুপুর ১-৩০ মিনিটে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৬ই জুন ২০১১ সোমবার প্রয়াত যজ্ঞেশ্বর মজুমদার ও প্রয়াতা শোভা মজুমদারের পুত্র **শ্রীজয়ন্ত মজুমদার** শান্তিনিকেতনে পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ১৫ই জুন ২০১১ বুধবার বিকাল ৩-৪৫ মিনিটে প্রয়াত অনিল চন্দ্র বসু ও প্রয়াতা মাধুরী বসুর পুত্র ও শ্রীমতী অঞ্জলি বসুর স্বামী এবং শ্রীসৌমিত্র বসু ও শ্রীমতী মিত্রা দেবের পিতা **শ্রীপরিমল চন্দ্র বসু** কলকাতায় ৯২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ২১শে জুন ২০১১ শনিবার, রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটে প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও প্রয়াতা বিজলীবালা সেনের কন্যা, প্রয়াত নির্মলেন্দু মজুমদারের পত্নী ও শ্রীঅভিজিৎ মজুমদারের মাতা **শ্রীমতী কল্যাণী মজুমদার** ৮৭ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ২৪শে জুন ২০১১ মঙ্গলবার, ভোর ৪-৪৫ মিনিটে প্রয়াত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন ও প্রয়াতা সন্ন্যাসীনী সেনের কন্যা এবং প্রয়াত দেবব্রত চ্যাটার্জীর পত্নী ও শ্রীভাস্কর চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী শ্যামলী চ্যাটার্জীর মাতা **শ্রীমতী লক্ষ্মী চ্যাটার্জী** ৮৬ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ২৬শে জুন ২০১১ রবিবার, সকাল ৮-৫০মিনিটে প্রয়াত সাধু মন্মথমোহন দাস ও প্রয়াতা কুমুদিনী দাসের পৌত্র, প্রয়াত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্তের দৌহিত্র, প্রয়াত আচার্য অনিমেষ দাসগুপ্ত ও প্রয়াতা শান্তিকণা দাসগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ের সম্পাদিকা শ্রীমতী শ্যামলী দাসগুপ্তের স্বামী এবং শ্রীমতী কস্তুরী সেন ও শ্রীমতী শর্বরী রায়ের পিতা **শ্রীঅশোকরঞ্জন দাসগুপ্ত (চাঁদ)** ৭৯ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। ১৯৫১ সাল থেকে ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে শ্রীদাসগুপ্ত সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের কার্যকরী সমিতির প্রাক্তন সদস্য শ্রীদাসগুপ্ত এই সমাজের দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদে দীর্ঘদিন আসীন ছিলেন। তাঁর পরলোকগমনে সমাজ তার সহায়-স্বরূপ এক অতি সহৃদয় সমাজপ্রেমী, দরদী সদস্যকে হারালো। এই ক্ষতি অপূরণীয়।

বিগত ২৬শে জুন ২০১১ রবিবার, সকাল ১১-২৮ মিনিটে প্রয়াত রাজেন্দ্রলাল দে ও প্রয়াতা মানসী দের কন্যা এবং শ্রীদীপঙ্কর রায়ের পত্নী তথা শ্রীমতী পৃথা সেন ও শ্রীমতী শ্যামলী রায়ের মাতা **শ্রীমতী কল্যাণী রায়** ৮২ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। শ্রীমতী কল্যাণী রায় সমাজের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াতা কবি কামিনী রায়ের পৌত্রবধূ ছিলেন।

বিগত ২৮শে জুন ২০১১ মঙ্গলবার, সকালে প্রয়াত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রয়াতা কৃপাকণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা এবং প্রয়াত দীপঙ্কর নিয়োগীর পত্নী ও শ্রীমতী এষা দে নিয়োগীর মাতা **শ্রীমতী পুষ্পাঞ্জলি নিয়োগী** কলকাতায় ৮৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

প্রার্থনা করি বিদেহী আত্মা পরম জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করুন। শোকার্ত পরিবার-পরিজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁদের এই অপূরণীয় ক্ষতি ও গভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা ও সান্ত্বনা জ্ঞাপন করি।

—।। নূতন সভ্য-সভ্যা ।।—

বিগত ১২ই মার্চ ২০১১, শনিবার সন্ধ্যায় সমাজের কার্যকরী সমিতির সভায় গৃহীত অনুমোদনক্রমে শ্রীসৌম্য ব্রহ্মচারী ও শ্রীমতী জয়তী ব্রহ্মচারী প্রত্যেকে ১০০ টাকা (র/নং ৫১৬ ও ৫১৭) এবং শ্রীসর্বজিৎ গুপ্ত ১০০ টাকা (র/নং ৫১৮) বার্ষিক চাঁদা প্রদান করে নূতন বার্ষিক সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

আমরা নূতন সভ্যদের সমাজের সদস্যপদে সাদর অভ্যর্থনা জানাই।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ২৯শে মে ২০১১ রবিবার সকাল ১০ টায় প্রয়াত চিদানন্দ দাসগুপ্তের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীসুপ্রিয় ঠাকুর এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী প্রমিতা মল্লিক, আলপনা রায়, রোহিনী রায়চৌধুরী, দেবাশিস রায়চৌধুরী ও প্রবুদ্ধ রাহা। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীগৌরাঙ্গ দাসগুপ্ত (কনিষ্ঠ ভ্রাতা), শ্রীকল্যাণ সেন (জ্যেষ্ঠ জামাতা), শ্রীমনোজিৎ লাহিড়ী (জামাতা), শ্রীপ্রদীপ দাস (মাতুল), শ্রীবরুণ চন্দ (ভাগিনেয়), শ্রীমতী কমলিকা সেন (আমেরিকা প্রবাসী জ্যেষ্ঠা নাতনীর শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করেন শ্রীমতী অপর্ণা সেন) ও শ্রীমতী অপর্ণা সেন (জ্যেষ্ঠা কন্যা)। অনুষ্ঠানে বহু আত্মীয় পরিজন উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ১২ই জুন ২০১১ রবিবার সকাল ১০ টায় প্রয়াতা বাণী লালের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীমতী সুনন্দা দাস এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী চন্দনা চ্যাটার্জী, মানসী চ্যাটার্জী, রীতা রণিতা সেন ও আলোক বসু ও মনোজিত দাসগুপ্ত। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী দীপা মুখার্জী, ভাগিনেয় শ্রীঅসিত সরকার এবং দৌহিত্রী কুমারী নিকিতা মুখার্জী। অনুষ্ঠানে বহু আত্মীয় পরিজন উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত মাসের (জুন ২০১১) রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক উপাসনায় এই সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের তিরোধান দিবস ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। ডাঃ শুচিতা দেব (প্রথম রবিবার), শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী (দ্বিতীয় রবিবার), শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী (তৃতীয় রবিবার) ও শ্রীরাজকুমার বর্মণ (চতুর্থ রবিবার) আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী; দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী অনিন্দিতা দাসগুপ্ত, চন্দ্রা ব্যানার্জী, সুহিতা ভট্টাচার্য, শ্যামলী সেনগুপ্ত, অনুরমা ভট্টাচার্য, চন্দ্রা গুপ্ত, অঞ্জনা গুহ, জয়িতা দে,মধুশ্রী ব্যানার্জী, শর্মিলা দে, ইভা মুখার্জী, লক্ষ্মী খাস্তগীর, শতরূপা চৌধুরী, জয়শ্রী ব্যানার্জী, জহর ব্যানার্জী, উজ্জল ব্যানার্জী, অভীক ঘোষ, পঙ্কজ গুহ, শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, অবন সাহা ; তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত এবং চতুর্থ রবিবার শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীজ্যোতি প্রকাশ খান (প্রয়াত অরুণ প্রকাশ খানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী (মৃত্যু ১০/০৫/২০১০) উপলক্ষে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৫৪৩); শ্রীমতী দীপালী হালদার (প্রয়াত পিতা শশীকুমার চ্যাটার্জী ও প্রয়াতা মাতা শীলা চ্যাটার্জীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ৫০,০০০ টাকা (র/নং ২৫৪৮); মোট — ৫১,১০০ টাকা।

ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীপরাগ রক্ষিত (শ্রীমতী চন্দ্রলেখা ব্যানার্জী ও শ্রীসৌরজিৎ ব্যানার্জীর বিবাহ অনুষ্ঠান (২০/০১/২০১২) উপলক্ষে) —১৫০ টাকা (র/নং ২৫৪২); শ্রীমতী কোয়েলী দেব (প্রয়াত চিদানন্দ দাসগুপ্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান (২৯/০৫/১১) উপলক্ষে)—১৫০ টাকা (র/নং ২৫৪৫); শ্রীমতী রীতা দত্ত (প্রয়াতা বাণী লালের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান (১২/০৬/১১) উপলক্ষে) —১৫০ টাকা (র/নং ২৫৪৬); শ্রীঅভিজিৎ দেব (প্রয়াত পরিমল চন্দ্র বোসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান (২৬/০৬/১১) উপলক্ষে) —১৫০ টাকা (র/নং ২৫৫০); মোট — ৬০০ টাকা।

দাতব্য চিকিৎসালয় ঃ শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী (পিতা প্রয়াত রবীন্দ্রমোহন বিশ্বাসের ৪১ তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে)— ১,০০০ টাকা (র/নং ১৮৯)।

নতুন ট্রাষ্ট ফণ্ড ঃ দীপিকা বসু ট্রাষ্ট ফণ্ড ঃ শ্রীসমীর চৌধুরী সমাজের নৈশ বিদ্যালয়ের দীর্ঘকালীন সম্পাদিকা তথা সমাজ সেবিকা ভগিনী প্রয়াতা দীপিকা বসুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ৬৭০০০ টাকা (র/নং ২৫৫১) প্রদান করে প্রয়াতার নামাঙ্কিত এই ফণ্ড গঠন করেছেন। দাতার নির্দেশ অনুযায়ী এই আমানতের সুদ সমাজের নৈশ বিদ্যালয়ের দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। কোন কারণে ভবিষ্যতে এই আমানতের সুদ নৈশ বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করা না গেলে সেই সুদ সমাজের সাধারণ ফণ্ডের জন্য ব্যয় করা যাবে।

মেমোরিয়াল বিল্ডিং রিপেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীমতী দীপালী হালদার (প্রয়াত পিতা শশীকুমার চ্যাটার্জী ও প্রয়াতা মাতা শীলা চ্যাটার্জীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ৫০,০০০ টাকা (র/নং ২৫৪৮)।

—।। বিশেষ আবেদন ।।—

।। ভবানীপুর চ্যারিটেবল হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ।।

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের অন্তর্গত এই জনকল্যাণমূলক সংস্থাটি দীর্ঘ ৬৬ বছর ধরে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে দুঃস্থ, অসুস্থ, পীড়িত মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ করে আসছে। সমাজের সহানুভূতিশীল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সাহায্য ও চিকিৎসালয়ের সদস্যদের চাঁদা ও আনুকূল্যে এই সেবার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এর সেবা কার্য আরো উন্নত করা ও বেশি মানুষের মধ্যে আরো প্রসারিত করার সময় এসেছে। বর্তমানে অর্থাভাবে এর পরিচালন কার্য বিঘ্নিত হচ্ছে। অবিলম্বে আপনাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য প্রয়োজন।

কালের নিয়মে এখন প্রবক্তারা অনেকেই প্রয়াত তাই এই কাজের দায়িত্ব নতুনদের নিতে হবে। সকল সহৃদয় মানুষের কাছে বিশেষ করে নবীনদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটির সদস্যপদ গ্রহণ করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাই।

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে ১লা এপ্রিল ২০০৬ থেকে এর বার্ষিক চাঁদা বর্দ্ধিত করে ৫০ টাকা এবং এককালীন ন্যূনতন ৫০০ টাকা (সদস্যের নিজস্ব চাঁদা তহবিল (MOS Fund) করা হয়েছে। যাঁরা ৩০০ টাকা দিয়ে MOS Fund খুলেছিলেন তাঁরা আরো ২০০ টাকা বা তার অধিক দিয়ে এই ফণ্ডটি বর্দ্ধিত করতে পারেন।

সকলের শুভ কামনা ও সহযোগিতা কামনা করি।

সন্দীপ কুমার বসু	ডাঃ অরুণকুমার মিত্র	শ্যামলী দাসগুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ	সভাপতি	সম্পাদিক

NOTICE

As per unanimous decision in the Annual General Meeting held on 12.09.2010, the Annual Subscription has been revised to Rs. 100/- w.e.f. 01.04.2011 from previous subscription of Rs. 50/-. The Member's Own Subscription Fund (MOSF) has been revised to Rs. 1000/- wef 01-04-2011.

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.

Date of Publication : 1st July, 2011